দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় রেকর্ড ফলাফল

দেশের ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত শনিবার। আগের বছরের তুলনায় এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপকের সংখ্যা বেড়েছে। শুধু তাই নয়, গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশের এই দশম বছরে পাসের হার ও জিপিএ-৫-এর সংখ্যা অতীতের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ১০ বোর্ডের গড় পাসের হার ৭৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ প্রাপকের সংখ্যা ৮২ হাজার ৯৬১ জন। এর মধ্যে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৭৮ দশমিক ১৯ শতাংশ, জিপিএ-৫ প্রাপকের সংখ্যা ৬২ হাজার ১৩৪ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৮৭ দশমিক ৭০ শতাংশ, জিপিএ-৫ প্রাপকের সংখ্যা ২০ হাজার ৭৫৫ জন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৮২ দশমিক ৭২ শতাংশ, জিপিএ-৫ প্রাপকের সংখ্যা ৭২ জন। শিক্ষা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা যে অভূতপূর্ব সাফল্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে সে জন্য তাদের আন্তরিক অভিনন্দন। ভালো ফলাফলের জন্য যারা বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা রেখেছেন, সেই শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, অভিভাবকবৃন্দ এবং সকল বোর্ড কর্তৃপক্ষকেও আমরা অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। আমরা লক্ষ্য করেছি, অন্যান্যবারের মতো এবারও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার সর্বোচ্চ। এজন্য মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার্থী-শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, মাদ্রাসা বোর্ড ও তার চেয়ারম্যানকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

ফলাফলের এই রেকর্ড নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। এমন সময় ছিল যখন এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল ছিল হতাশাজনক। পাসের হার ছিল কম, ফেলের হার ছিল বেশী। সেই অবস্থার যে ইতোমধ্যেই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, এবারের ফলাফল তার প্রমাণ বহন করে। প্রতীয়মান হচ্ছে, শিক্ষার প্রতি, ভালো ফলাফল অর্জনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচেষ্টা বাড়ছে, শিক্ষকমণ্ডলী অধিক মনোযোগের পরিচয় দিচ্ছেন এবং অভিভাবকরাও যত্নবান হচ্ছেন। এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপকের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শতভাগ পাসের কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, শিক্ষার মানও ক্রমবর্ধমান। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, জিপিএ-৫ ও শতভাগ পাসের রেকর্ড প্রমাণ করে শিক্ষার মান বেড়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এক সময় পরীক্ষায় নকল করা অতি স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। এখন নকল প্রবণতা প্রায় শূন্যের কোটায় এসে দাঁড়িয়েছে। নকল করে পাস করা এবং পাস করে শিক্ষা ও কর্মজীবনে সফলতা অর্জন করা যে সম্ভব নয়, এই বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– এটা অবশ্যই একটি শুভ লক্ষণ। পরীক্ষাসমূহের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা জড়িত নকল প্রবণতারোধে তাদের ভূমিকা সমধিক। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে পরীক্ষায় নকল করা ব্যতিক্রম ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এবারও দেখা গেছে, নকল প্রায় হয়ইনি। অতি নগণ্যসংখ্যক যারা নকলের চেষ্টা করেছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেছে। এক সময় নকল প্রবণতায় সহযোগিতা করার জন্য শিক্ষকদের দিকে অঙ্গুলি উত্থিত হয়েছে। এবার এ বিষয়ে তেমন কোনো অভিযোগই ওঠেনি। নকলমুক্ত ও সুশৃংখলভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষক, পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেশবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ পাওয়ার দাবীদার। আশা করা যায়, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এভাবে অব্যাহত থাকলে আগামীতে পাসের হার, জিপিএ-৫ প্রাপকের সংখ্যা এবং শিক্ষার মান আরও বাড়বে।

এবার শতভাগ পাসের কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৯২৭টিতে। এটা একটা বড় অর্জন। অন্যদিকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ৪৯টি প্রতিষ্ঠানের একজনও পাস করেনি। শতভাগ ফেল করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার কমে গেলেও এই রেকর্ড ফলাফলের বছরে প্রায় অর্ধশত প্রতিষ্ঠানে একজনও পাস না করা অত্যন্ত দুঃখজনক। কেন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর এ হাল, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা অবিলম্বে খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং তা দূর করার ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এরকম ব্যতিক্রম আর না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি সমস্যার প্রসঙ্গটিও সামনে চলে এসেছে। শিক্ষামন্ত্রী যদিও বলেছেন, উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তিতে আসন সংকট হবে না কিন্তু বাস্তব অবস্থা বোধহয় তেমন নয়। কলেজের সংখ্যা এবং আসনসংখ্যা খুব বেশী নয়। তাই পাস করা এই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সবাই ভর্তির সুযোগ পাবে এমন ভরসা কম। অতীতে সরকারের তরফে আসন সংকট হবে না বলে আশ্বাস দেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সংকট হয়েছে। বিশেষ করে 'ভালো' কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই আসন স্বল্পতার কারণে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এবার এখন থেকেই বিষয়টির প্রতি সরকারের নজর দিতে হবে। আসন স্বল্পতার কারণে মেধাবীরা যাতে ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। বলাবাহুল্য, কথিত ভালো কলেজের সঙ্গে কথিত মন্দ কলেজ যদি না থাকতো এবং প্রতিটি কলেজের সক্ষমতা অনুযায়ী আসন থাকতো তাহলে ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ ঘটতো না। বাস্তবতা যেখানে অন্যরকম সেখানে ভালো কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আসনসংখ্যা বাড়ানোর বিকল্প নেই। যেহেতু রাতারাতি মন্দ কলেজ ভালো কলেজ হয়ে যাবে না, তাই এ মুহূর্তে আসন বাড়ানোর দিকেই নজর দিতে হবে। প্রয়োজনে সক্ষম ভালো কলেজগুলোতে ডবল শিফট চালুর বিষয় বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, মেধাবীদের কেউ ভর্তির সুযোগ না পেলে তার মেধা বিকাশের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হবে যা আদৌ কাম্য হতে পারে না। কাজেই, সকলের ভর্তির সুযোগ যেভাবেই হোক নিশ্চিত করতে হবে।